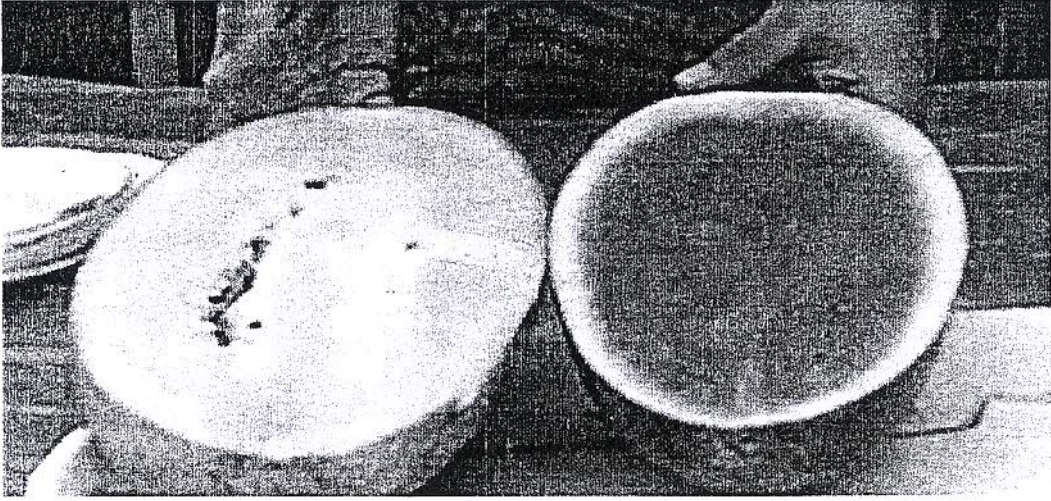


উদ্ভাবন হলো নতুন দুই জাতের তরমুজ

প্রতিনিধি গাজীপুর

প্রকাশ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০, ২১:৩২

f t a+ a- □ □

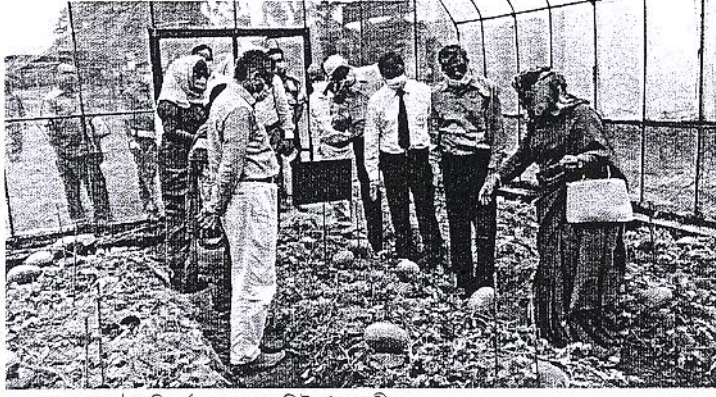


নতুন দুই জাতের তরমুজের একটির ভেতর হবে হলুদ, অন্যটির টকটকে লাল | সংগৃহীত

দুটি নতুন তরমুজের জাত উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) বিজ্ঞানীরা। নামকরণ করা হয়েছে বারি তরমুজ-১ ও বারি তরমুজ-২। দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী এসব তরমুজ সারা বছরই চাষ করা যাবে। দেশেই বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা যাবে এই জাত দুটির। একটি জাতের তরমুজের ভেতর হবে হলুদ, অন্যটির টকটকে লাল।

বারির মহাপরিচালক মো. নাজিরুল ইসলাম জানান, জাত দুটির অনুমোদনের জন্য কয়েক দিনের মধ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডে আবেদন করা হবে। পেটেন্ট অনুমোদন পেলেই মাঠপর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে সারা বছর চাষ ও বীজ সংরক্ষণ করা যায়, এমন জাত দুটি পেঁছে দেওয়া হবে।

বারির সবজি বিভাগ এবং আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র লেবুখালী পটুয়াখালীর যৌথ উদ্যোগে এ দুটি জাত উদ্ভাবন করা হয়।



গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন সংশ্লিষ্টরা। সংগৃহীত

২০১৩ সাল থেকে এ নিয়ে কাজ শুরু হয়। এই গবেষণা দলে ছিলেন ছয়জন। নেতৃত্ব দিয়েছেন বারির সবজি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ফেরদৌসী ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে মৌসুমি তরমুজের চাষ হয় নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। এর ৮০-৯০ দিনের মধ্যে তরমুজ খাবারের উপযোগী হয়। এ জাতটি যখন অবমুক্ত হবে তখন কৃষক লাভবান হবে। কারণ এটি শতভাগ নিজস্ব আবহাওয়া উপযোগী জাত।

আজ সোমবার গাজীপুরে বারিতে এ দুটি জাতের গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং বারির মহাপরিচালক মো. নাজিরুল ইসলাম। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারির পরিচালক (গবেষণা) মো. মিয়াবুদ্দীন, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) মো. কামরুল হাসান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) মুহাম্মদ সামসুল আলম, সবজি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ফেরদৌসী ইসলাম, জাত উদ্ভাবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তারা।

বিজ্ঞাপন



নতুন জাতের প্রতিটির ওজন হবে কমপক্ষে তিন-চার কেজি | সংগৃহীত

জাত উদ্ভাবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বারির বিজ্ঞানীরা জানান, আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে যেসব উন্নত মানের তরমুজ পাওয়া যায়, তার প্রায় সবই জাপান বা অন্যান্য দেশ, যেমন চীন, থাইল্যান্ড, ভারত থেকে আমদানি করা সংকর জাতের বীজ থেকে উৎপাদন করা হয়।

ফলে তরমুজের বীজ আমদানি বাবদ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়। এ ছাড়া এসব জাতের বীজের বিশুদ্ধতা ও অঙ্কুরোদ্গামের হার সব সময় ঠিক না থাকায় কৃষকেরা প্রতারণিত হয়ে থাকেন। কিন্তু বারি উদ্ভাবিত জাত দুটি থেকে কৃষক নিজেই বীজ উৎপাদন করতে পারবেন। এগুলোর ফলন, আকৃতি, স্বাদ ও মিষ্টতা প্রচলিত জাপানি সংকর জাতের চেয়ে উন্নততর।

বিজ্ঞাপন

পটুয়াখালীর লেবুখালীর আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ইফতেখার মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, বহু বছর আগে বারি উৎপাদিত দেশি তরমুজচাষিরা চাষ করছেন। এখন সেটি প্রায় হারিয়ে গেছে। কৃষকেরা এখন তরমুজের হাইব্রিড জাতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তবে এখন থেকে নতুন জাত দুটি সারা বছর চাষ করা যাবে। প্রতিটির ওজন হবে কমপক্ষে তিন-চার কেজি। কৃষক নিজেই বীজ সংরক্ষণ করতে পারবেন।

তরমুজ কৃষি গাজীপুর ঢাকা বিভাগ

মন্তব্য পড়ুন

f t r □

এ সম্পর্কিত আরও খবর

কুষ্টিয়ায় দরপত্র ছাড়াই ৫ উন্নয়নকাজ সম্পন্ন

প্রায় ১ ঘন্টা আগে



চাঁপাইনবাবগঞ্জ আ. লীগ কমিটির তালিকা নিয়ে অসন্তোষ

প্রায় ১ ঘন্টা আগে



বাসের ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ল শিশু, প্রাণ গেল দুজনেরই

প্রায় ২ ঘন্টা আগে



'কলমাকান্দায় ট্রলারডুবি হয় চালকের অদক্ষতায়'

প্রায় ২ ঘন্টা আগে





বাংলা দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বুধবার

ঢাকা ৥ ৮ আশ্বিন ১৪২৭

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩



তরমুজের নতুন জাত উদ্ভাবন

গাজীপুর প্রতিনিধি

দেশেই বীজ উৎপাদন সম্ভব এমন দুটি তরমুজের নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এর বিজ্ঞানীরা। বারির সবজি বিভাগ ও আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এ দুটি জাত উদ্ভাবন করা হয়।

দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত বিশুদ্ধ লাইন থেকে উদ্ভাবিত এ দুটি ওপি (ওপেন পলিনেটেড) জাতের একটির ভিতরে (মাংসল

অংশ) হলুদ এবং অন্যটির ভিতরে টকটকে লাল। শিগগিরই এ দুটি জাত নিবন্ধনের মাধ্যমে অবমুক্ত করা হবে বলে জানান তারা।

সম্প্রতি এ দুটি জাতের গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার ও বারির মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম। জাত উদ্ভাবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বারির বিজ্ঞানীরা জানান, তরমুজের বীজ আমদানি বাবদ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়। এসব জাতের বীজের এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বিশুদ্ধতা ও অঙ্কুরোদগম হার সব সময় ঠিক না থাকায় কৃষক প্রতারিত হন। কিন্তু বারি উদ্ভাবিত জাত দুটি থেকে কৃষক নিজেই বীজ উৎপাদন করতে পারবেন। এগুলোর ফলন, আকৃতি, স্বাদ ও মিষ্টতা প্রচলিত জাপানি সংকর জাতের চেয়ে উন্নততর। এ ছাড়া এ দুটি বাংলাদেশের আবহাওয়া-উপযোগী অমৌসুমি জাত হওয়ায় কৃষক অধিক লাভবান হবেন। বারির মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম জানান, হাইব্রিড তরমুজের বীজ আমরা দেশেই উৎপাদন করছি। এ তরমুজ দেশের আবহাওয়ার জন্য উপযোগী।

